HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২– বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

টপিক – ০১ বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০২: বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন
টপিক ০৩: প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৪: সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
টপিক ০৫: অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা
টপিক ০৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর ইতিহাসে যত সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। তাই গ্রামের সংস্কৃতিও একটু ভিন্ন রূপধারণ করেছে। পল্লি সমাজ ও পল্লি সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের সামাজিক জীবনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের সমাজ এবং সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার আগে সমাজ এবং সংস্কৃতি কী সে সম্পর্কে জানা দরকার।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সমাজ

সমাজ মূলত সামাজিক সংগঠন। সমাজ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Society'। এটি ল্যাটিন শব্দ 'Socius' থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে সমাজ। সাধারণত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকেই সমাজ বলা হয়। অর্থাৎ যখন বহুলোক একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে।

বিভিন্ন দার্শনিক সমাজবিজ্ঞানকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী পাসকুয়াল গিসবার্ট (Pascual Gisbert) তার 'Fundamental Sociology' নামক গ্রন্থে বলেন, "Society in general consists in the complicated network of social relationship by which every human being is inter connected with his fellow men." অর্থাৎ, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের সেই জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানী R. T. Schaefer তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Society is fairly a large number of people who live in the same territory, are relatively independent of people outside their area, and participate in a common culture." অর্থাৎ, সমাজ হচ্ছে এমন একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা একই এলাকায় বাস করে, যারা তাদের এলাকার বাইরে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন এবং যারা একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সমাজ

সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড. এ. রোজ বলেন, "সমাজ হচ্ছে সেই ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যাদের পরস্পরের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগাযোগ এবং উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাধারণ কৃষ্টিও বিদ্যমান রয়েছে।"

সমাজবিজ্ঞানী এফ. এইচ. গিভিংসের (F. H. Giddings) এর মতে, "Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common ends." অর্থাৎ, সমাজ হলো একই মনোভাবাপন্ন কতকগুলো ব্যক্তি, যারা তাদের একই মনোভাব সম্পর্কে সচেতন এবং সমজাতীয় লক্ষ্যের জন্য কাজ করতে সক্ষম।

সমাজবিজ্ঞানী David Popenoe তার 'Sociology' নামক গ্রন্থে বলেন, "Society is a comprehensive social grouping that includes all the social institutions required to meet basic human needs." অর্থাৎ, সমাজ হচ্ছে এমন একটি ব্যাপক সামাজিক গোষ্ঠী যা মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সব সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সমাজ

MacIver and Page তাদের 'Society' নামক গ্রন্থে বলেন, "Society is a system of social relationship and through which we pass our life." অর্থাৎ, যেসব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা জীবনধারণ করি তাদের সংগঠিত রূপই হলো সমাজ।

সুতরাং বলা যায়, যখন কিছু সংখ্যক লোক এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লেনদেন ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওই জটিল অবস্থাকেই বলা হয় সমাজ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বারা সমাজ গঠিত হয়।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি

বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Culture', যা 'Cultivation' থেকে এসেছে। এটি ল্যাটিন শব্দ 'Colere' থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ কর্ষণ বা চাষ বা 'Cultivation'। 'Culture' শব্দটি সর্বপ্রথম ষোড়শ শতকে ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন। মানুষের দীর্ঘদিনের কর্মকাণ্ড চর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। যুগ যুগ ধরে চর্চার মাধ্যমে এ সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়। সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, কাব্য, নিয়মনীতি, ধ্যানধারণা ইত্যাদি বিষয়কে বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনপ্রণালি। মন ও মননশীলতার পূর্ণতাই হচ্ছে সংস্কৃতির মূলভিত্তি। সংস্কৃতি একটি সমাজ বা জাতির পরিচয় বহন করে এবং এটি একটি সমাজ বা জাতিকে পরিচালিত করে। সংস্কৃতিকে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী Jones বলেন, "Culture is the sum total of man's creation." অর্থাৎ, মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী Jones বলেন, "Culture is the sum total of man's creation." অর্থাৎ, মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির সবচেয়ে আলোচিত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী E. B. Tylor. তিনি তার 'Primitive Culture' নামক গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেন, "Culture is that complex-whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমাবেশ।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার বলেন, "Our culture is what we are, our civilization is what we use or have." অর্থাৎ, আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের যা আছে বা ব্যবহার করি তাই সভ্যতা।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি

সমাজকর্ম অভিধানে সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "সংস্কৃতি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক দল লোকের প্রথা, অভ্যাস, দক্ষতা, প্রযুক্তি, কলা, মূল্যবোধ, আদর্শ, বিজ্ঞান ধর্ম এবং রাজনৈতিক আচরণ।"

সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম সংস্কৃতিকে নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো- ১. প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানব কর্তৃত্ব, ২. সামাজিক সংগঠন ও ৩. মনোজগতে মানুষের সৃষ্টি।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি

ম্যাক্স ওয়েবার-এর "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" গ্রন্থে সংস্কৃতিকে উন্নয়নের গতিপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রক বলা হয়েছে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স-এর মতে, "Culture is a product and also a determinant of human interaction." অর্থাৎ মানব মিথস্ক্রিয়ার ফল বা নির্ধারকই হলো সংস্কৃতি। তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংস্কৃতির তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যথা-১. সংস্কৃতি হচ্ছে অংশীদারিত্ব, ২. সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষালব্ধ ও ৩. সংস্কৃতি হচ্ছে বহমানতা।

সুতরাং বলা যায়, আমাদের মনোভাব, বিশ্বাস, ধারণা, বিচার ও মূল্যবোধ, রাজনৈতিক, আইনগত, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, নৈতিক সহিংসতা ও শিষ্টাচারবিধি, গ্রন্থাবলি, যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও দার্শনিকগণ- এসব বস্তু ও মানুষ, তারা নিজেরা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সবই আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

অন্যভাবে বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের ধ্যানধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইনকানুন, অভ্যাস ও অনুশীলন ইত্যাদি যা মানুষ সমাজ ও পরিবেশ থেকে অর্জন করে তার সমষ্টি। সংস্কৃতির অসংখ্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, ভাষা, ধর্ম, নীতি, আদর্শ, প্রথা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী শেফার বলেন, মানুষকে সমাজে বসবাস উপযোগী করতে সংস্কৃতির চারটি প্রধান উপাদান কাজ করে। এগুলো হলো-ভাষা, আদর্শ, প্রথা ও মূল্যবোধ। Sué a bar in stotr

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি

মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি বিকশিত হয়। সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই আমাদের সামাজিক জীবনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান এ সংস্কৃতিকে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম ফিল্ডিং অগবার্ন তার 'Social Change' গ্রন্থে সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

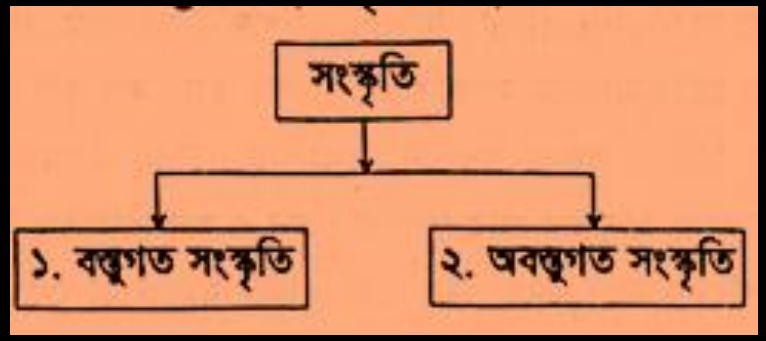

বস্তুগত সংস্কৃতি: বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে বাস্তব বস্তু দ্রব্যনির্ভর সংস্কৃতিকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সংস্কৃতি মানুষের নির্মিত বস্তু দ্রব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে বস্তুগত বা পার্থিব বা Material সংস্কৃতি বলে। বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র, স্মার্ট-ফোন ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মনে রাখা দরকার, বস্তুগত সংস্কৃতি বস্তুনির্ভর; তাই তা মনমানসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বস্তুগত সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়টিও জড়িত থাকে। কারণ মানুষ প্রয়োজন পূরণের জন্য যেসব বস্তু, বিষয় ইত্যাদি উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করেছে, সেটিই বস্তুগত সংস্কৃতি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি

অবস্তুগত সংস্কৃতি: অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, চলনবলন, কথন, রীতিনীতি তথা মূল্যবোধ, আবেগ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে বোঝায়। উৎপাদন কৌশল যেমন- বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক, তেমনি মানবসৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবস্তুগত সংস্কৃতির একেকটি বিশেষ দিক।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা মূলত কৃষিভিত্তিক। এখানকার অধিকাংশ জনগণ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাছাড়া অন্যান্য পেশার লোকও রয়েছে। কিন্তু শহুরে সমাজের অর্থনীতি মূলত শিল্পনির্ভর। শহুরে সমাজে বিভিন্ন পেশাজীবীর মানুষ দেখা যায়।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা মূলত পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই হচ্ছেন পরিবারের প্রধান। পিতার অনুপস্থিতিতে প্রাপ্তবয়স্ক কোনো পুরুষের হাতে পরিবারের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে। পরিবারের সবাই পরিবারের কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চলেন। আমাদের সমাজে কর্তার ভূমিকায় থাকে পুরুষ আর সেবার ভূমিকায় থাকেন মেয়েরা। আমাদের সমাজে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনই মেয়েদের একমাত্র দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। তবে বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। মেয়েরাও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশের সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাস করে। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় একসাথে বাস করে। তবুও তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এক অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিদ্যমান। নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে তারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাবা-মা বা অভিভাবকগণ বেশি ভূমিকা রাখেন। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কুল-বংশ, অর্থসম্পদ ইত্যাদি দিক বিবেচনা করা হয়। তবে বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের সচেতনতাও বাড়ছে। এজন্য বর্তমান শিক্ষিত পরিবারগুলোতে সীমিত পরিসরে পাত্র-পাত্রীর মতামতকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়।

আমাদের সমাজে সংহতিবোধ ও প্রতিবেশীসুলভ আচরণ খুব বেশি লক্ষ করা যায়। একে অপরের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করে এবং খুব সহজেই একে অপরকে আপন করে নিতে পারে। বয়সের দিক থেকে যারা বড় তাদের সবাই সম্মান করে। তাছাড়া প্রবীণদের মতামতকে একটু গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। আমাদের সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞাতিসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। তবে বর্তমানে মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বার্থপরতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

বাংলাদেশে একটি মিশ্র সংস্কৃতি বিদ্যমান। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের এ সংস্কৃতি। তারপরও আমাদের দেশের সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির চেয়ে স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময়।

১. কৃষিপ্রধান অর্থনীতি: বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিপ্রধান। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে কৃষিই হলো অর্থনীতির প্রাণ। সকল গ্রামবাসীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। এটি গ্রামীণ জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলেও শহুরে জীবনে এরূপ চিত্র দেখা যায় না। নগরজীবনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি এবং ব্যবসায় বাণিজ্যই অধিকাংশ মানুষের পেশা।

২. পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন: বাংলাদেশের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি-পায়জামা, শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি, ফতুয়া ইত্যাদির পাশাপাশি পাশ্চাত্যধারার পোশাকও এখন বাঙালি সংস্কৃতির অংশ।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

৩. ধর্মীয় বিশ্বাস: বাংলাদেশের মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকেই ধার্মিক ও দয়ালু। আমাদের সংস্কৃতিতে ধর্মীয় অনুভূতি বিরাট একটি স্থান দখল করে আছে। আমাদের দেশে মুসলমানরা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি পালন করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায় দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পূজাসহ আরও নানা ধরনের ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। বৌদ্ধরা মাঘী পূর্ণিমা ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা পালন করে থাকে। খ্রিষ্টানরা স্টার সানডে ও বড়দিন পালন করে থাকে। এছাড়া আরও বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে।

৪. ভাষা: বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাষা। আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। বাংলাদেশের মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য চলিত বাংলা এবং আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলে। অফিস- আদালতে চলিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়। তবে কখনো কখনো অফিস-আদালতেও একই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কথা বলার সময় আঞ্চলিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৫. রাজনৈতিক সংস্কৃতি: বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক উপাদানগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে অন্যরকম একটি অনুভূতি এবং উত্তেজনা কাজ করে। কেননা আমাদের দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। ভোটদান, সভাসমাবেশ, মিছিল, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

৬. সাহিত্যিক উপাদান: বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য হচ্ছে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গান, ছড়া, গল্প, প্রবাদ বাক্য, খনার বচন ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনো সমাজের মানুষের মৌখিক সাহিত্যই হচ্ছে লোকসাহিত্য। ছড়া, গান, খনার বচন, প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি ছিল প্রাচীন বাংলার সাধারণ ঐতিহ্য। লোকসাহিত্য চর্চার মাধ্যমে মানুষের আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাচীন গ্রামবাংলার সহজ-সরল মানুষেরা দিনের কাজকর্ম, খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প-কিসসার আসর বসাত। কিসসা কাহিনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গাজী কালুর কিসসা, দেওয়ানা মদিনা, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শেখ ফরিদের কাহিনি, ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফরহাদ, লাইলী-মজনুর প্রেমকাহিনী ইত্যাদি। তখনকার মায়েরা ভূত-প্রেতাত্মা, রাজপুত্র-রাজকন্যা ও রাক্ষস, ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ইত্যাদির গল্প বলে সন্তানদের ঘুম পাড়াতেন। এগুলো প্রাচীন গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্য হলেও বর্তমানে এদের অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

৭. উৎসবের সংস্কৃতি: বাংলাদেশের সংস্কৃতি অতীতকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক আবিষ্কার, লিখনপদ্ধতি, ব্যবহার্য দ্রব্য, ভাষা ইত্যাদি এখনও আমাদের সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান। যেমন মৃৎশিল্পের ব্যবহার আমাদের সংস্কৃতিতে এখনও আপন গৌরবে টিকে আছে। গ্রামগঞ্জে এখনও মাটির তৈরি তৈজসপত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৮. আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ 'মাধ্যাত্মিকতা বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিরাট একটি অংশ দখল করে আছে। আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সাথে মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক উপাদানগুলো হচ্ছে পীর-দরবেশ, মাজার, বাউল গান, মারফতি গান, কবি গান, পুঁথিপাঠ, বৈষ্ণব সংগীত, গাজীর গান, কীর্তন ইত্যাদি।

৯. পরিবার প্রথা: সর্বাধিক প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার, যা মানুষের জীবনধারার ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলছে। পরিবার মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের একটি বিশ্বজনীন রূপ। পরিবার হলো মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে স্বামী-স্ত্রী সন্তানাদিসহ বা সন্তানাদি ছাড়া একত্রে বসবাস করে। পরিবার হলো পৃথিবীর আদিম ও মৌলিক সামাজিক সংগঠন। এ পরিবারকে কেন্দ্র করেই বৃহত্তর মানবসমাজ গড়ে উঠেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে যৌথ পরিবারের স্থলে একক পরিবার স্থান করে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

১০. জীবনাচারের রীতিনীতি ও আদব-কায়দার স্বরূপ: বাঙালি জীবনাচারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-সরলতা, আতিথেয়তা, আন্তরিকতা ইত্যাদি। এ সমাজে আদব-কায়দা, সালাম বিনিময়, কদমবুচি ইত্যাদি সাধারণ রেওয়াজ। সবার মধ্যেই সালাম আদান-প্রদানের ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী। বাঙালি সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করে। আবার এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা অলস ও কর্মবিমুখ। গ্রামীণ সমাজে বেশকিছু কুসংস্কার ও গোঁড়ামির উপস্থিতি থাকলেও শহুরে সমাজে এর প্রভাব তুলনামূলক কম।

১১. খাদ্যাভাস: বাংলাদেশের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান দখল করে আছে এদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস। বাংলাদেশের মানুষকে বলা হয়, মাছে-ভাতে বাঙালি। কেননা এদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত ও মাছ। তাছাড়া ডাল, মাংস, ফলমূল, শাকসবজি, দুধ-দই, ঘি, খির, পিঠা, পায়েস, খৈ, মুড়ি, মোয়া, মুড়কি, ছাতু, আচার, আমসত্ত্ব ইত্যাদিও বাংলাদেশের মানুষের খাবারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।সই জীলান সিলিকন

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃতি

১৩.বাঙালির মনোভাব: বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সহমর্মিতা। বাংলাদেশের মানুষ সবসময় সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকার চেষ্টা করে। এদেশের মানুষ সুখ-দুঃখগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব পালনে, অতিথি আপ্যায়নে, বিপদে-আপদে বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে একে অপরের পাশে থাকে। মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা এদেশের মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা। এদেশের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণের সচেতন চিন্তাচেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মন ও মননশীলতার পূর্ণতাই হচ্ছে সংস্কৃতির মূলভিত্তি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২– বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

টপিক – ০২ বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

টপিক ০২: বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

সামাজিক ইতিহাসবিদরা বলে থাকেন-'বাঙালি ভাষায় সংকর, জাতিতে সংকর ও সংস্কৃতিতেও সংকর। আসলে দুনিয়ার কোনো জাতির সংস্কৃতিই অবিমিশ্র নয়। বস্তুত সংস্কৃতির অবিমিশ্রণ একটি বিরল ব্যাপার।'

বাংলাদেশে তিন ধরনের সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো- গ্রামীণ সংস্কৃতি, নগর সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতি। সংস্কৃতির ধরনগুলো নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

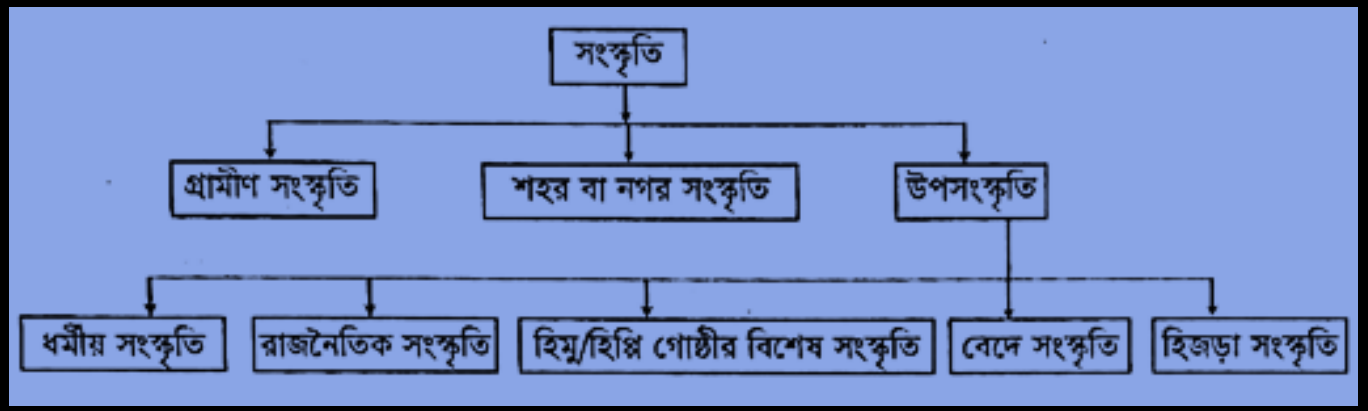

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

গ্রামীণ সংস্কৃতি

বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রাম হচ্ছে একটি সংগঠিত জনসমাজ, যার একটি নির্দিষ্ট নাম রয়েছে। গ্রামের মানুষেরা প্রধানত কৃষিজীবী। গ্রামের চারদিকে রয়েছে চাষযোগ্য জমি পরিবেষ্টিত ঘরবাড়ি, বিস্তৃত প্রান্তর, উঁচু-নিচু পাহাড়, বিল-ঝিল ও নদনদীর বিশাল সমাহার। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রাচুর্যে ভরা গ্রামবাংলার পরিবেশ। বাংলাদেশের গ্রামে জমিজমা হচ্ছে ক্ষমতার মূলভিত্তি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বলে। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বোঝায়। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সমাজ ও অর্থনীতি ইত্যাদি সবকিছু গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী বোগার্ডাস তার 'The Development of Social Thought' নামক গ্রন্থে বলেন, "Human Society has been cradled in the rural group." অর্থাৎ সমাজের শৈশবকালই হচ্ছে গ্রামীণ গোষ্ঠী।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

গ্রামীণ সংস্কৃতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

১. বাসস্থানের প্রকৃতি: বাংলাদেশের গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়িই টিনের ও বাঁশের তৈরি। গ্রাম অঞ্চলে বাড়িঘরগুলো সাধারণত বাঁশ, ছন, কাঠ, টিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। গ্রামে দোচালা ও চৌচালা ঘরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শোবার ঘরের পাশেই থাকে রান্নাঘর ও গোয়ালঘর। টয়লেট শোবার ঘর থেকে একটু দূরে তৈরি করা হয়। সাম্প্রতিককালে গ্রামের অনেক পরিবারই আধাপাকা, পাকা বাড়িও নির্মাণ করছে। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে (বগুড়া, নওগাঁ, রাজশাহী ইত্যাদি জেলায়) মাটির ঘর দেখা যায়। মূলত আবহাওয়া এবং মাটির বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে বাড়ি-ঘরের নির্মাণ উপকরণ ও ধরণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

২. পরিবারের ধরন: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। বাংলাদেশের গ্রামে সাধারণত যৌথ পরিবার লক্ষ করা যায়। কৃষিকাজের সুবিধার্থে গ্রামে যৌথ পরিবারে বাস করা হয়। বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়া গ্রামেও লেগেছে। এর ফলে যৌথ পরিবারের স্থলে একক পরিবার জায়গা করে নিচ্ছে।

৩. খাদ্যাভ্যাস: বাংলাদেশের গ্রামে সাধারণত তিন বেলা আহার করা হয়। ভাত, মাছ, ডাল, শাকসবজি, দুধ, ইত্যাদি বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। তবে উপার্জনের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিবারে খাদ্যগ্রহণে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। সকাল বেলার নাস্তায় ভর্তা, পান্তা ভাত, পিয়াজ, কাঁচামরিচ ইত্যাদি আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্য। তবে বর্তমানে অনেককে রুটি, পিঠা কিংবা চা-বিস্কুটও খেতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

গ্রামীণ সংস্কৃতি

৪. কৃষিনির্ভর জীবিকা: বাংলাদেশের গ্রামের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। এখানকার অধিকাংশ জনগণ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "The principal occupation of country man may be hunting or fishing, as in many primitive countries, but pre-eminently it is farming involving the raising of crops and of stocks." তবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সীমিত আকারে অন্যান্য পেশার মানুষও দেখা যায়। যেমন- কুলি, মজুর, কামার, কুমার, দিনমজুর ইত্যাদি।

৫. কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি: বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করার কারণে এদেশে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যেমন নবান্ন উৎসব, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা, নৌকাবাইচের গান, ফসল তোলার গান, মেঘের গান ইত্যাদি আমাদের কৃষি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৬. সহজ-সরল জীবনযাপন: বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের সহজ- সরল জীবনযাপন ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক। এদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষগুলো শান্তিপ্রিয়। এরা সাধারণত ভণিতা, শঠতা, প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে না। গ্রামের মানুষেরা সাধারণত অনাড়ম্বর, মিতব্যয়ী, আনন্দময় ও শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকে। অকৃত্রিমতা, শান্তিপ্রিয়তা, অনাড়ম্বরতা, অল্পে তুষ্টি বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

গ্রামীণ সংস্কৃতি

৭.ধার্মিকতা: বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধার্মিকতা। এদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের স্ব-স্ব ধর্মচর্চা করে থাকে। মুসলমানরা নামাজ, রোজা, হজ, শবে মেরাজ, শবেবরাত, শবেকদর, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (স.), সুন্নতে খাতনা, আকিকা, চল্লিশা ইত্যাদি ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করে থাকে। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, মনসা পূজা, গণেশ পূজা, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, অষ্টমীস্নান ইত্যাদি। বৌদ্ধরা মাঘী পূর্ণিমা, খ্রিষ্টানরা বড়দিন, স্টার সানডে ইত্যাদি পালন করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় উৎসব পালন করে। এদেশে ধর্মচর্চা শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি হয়।

৮.খেলাধুলা: বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান দখল করে আছে। এদেশের গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে খেলাধুলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খেলা হচ্ছে বলী খেলা, তুম্বুরু খেলা, চিহি খেলা, কড়ি খেলা, ডাংগুলি খেলা, চুয়া খেলা, টুষি খেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, চোখবান্ধা খেলা, কৈতরী বাঁচা খেলা, হমুরগুতা খেলা ইত্যাদি।

বাঘবন্দী, পাঁচগুটি, সাপ লুডু, চিমটি খেলা ইত্যাদি গ্রামবাংলার মেয়েরা খুব পছন্দ করে। হা-ডু-ডু, নৌকাবাইচ, দাঁড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাঁড়িভাঙ্গা ইত্যাদি খেলাও আমাদের গ্রামেগঞ্জে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া বর্তমানে কিছু বিদেশি খেলা যেমন- ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদিও আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মিশে আছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

গ্রামীণ সংস্কৃতি

৯. পোশাক-পরিচ্ছদ: বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পোশাকের বৈচিত্র্য। গ্রামে পুরুষেরা পাজামা-পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, শার্ট-প্যান্ট ইত্যাদি পরিধান করে। মহিলারা শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি পরে। মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরিধান করে।

১০. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম: বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার বিভিন্ন উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। সামাজিক বিধিবিধান, রীতিনীতি, লোকাচার, লোকরীতি, মূল্যবোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাছাড়া সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করার অন্যতম একটি উপাদান হচ্ছে অর্থনীতি। গ্রামে যার অর্থসম্পদ বেশি সেই সমাজের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

গ্রামীণ সংস্কৃতি

১১. লোকসংস্কৃতি : লোকসংস্কৃতি বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির ব্যাপক একটি অংশ দখল করে আছে। লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোক-উৎসব ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। কাঁথা সেলাই, সুচিকর্ম, শিকা তৈরি, পিঠা তৈত্রি, মৃৎপাত্র, বয়ন শিল্প, সজ্জা, প্রতিমা, ধাতব শিল্প, মাদুর, পুতুল, খেলনা ইত্যাদি লোকশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লোকসাহিত্য হচ্ছে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছড়া, গান, কবিতা, প্রবাদ বাক্য, কিসসা-কাহিনি ইত্যাদি। অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী মানুষের মৌখিক সাহিত্যই হচ্ছে লোকসাহিত্য। দেওয়ানা মদিনা, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফরহাদ, লাইলী-মজনুর কিসসা, লোকগাথা, লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া কাব্য, ধাঁধা ইত্যাদি গ্রামবাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। অন্যদিকে মেলা, কবিগান, জারিগান, পুঁথি পাঠ, ওরস, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি লোকউৎসবের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

গ্রামীণ সংস্কৃতি

১২. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে রাজনীতি ব্যাপক একটি অংশ দখল করে আছে। গ্রাম্য সংস্কৃতিতে রাজনীতি বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার পথকে বিকশিত করেছে। স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ কাঠামোতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তির কর্তৃত্ব ইত্যাদি গ্রামে গণতন্ত্র চর্চার পথকে প্রশস্ত করেছে। তবে গ্রামে এখনও ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীস্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে গ্রামীণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কিছু আরোপিত মর্যাদাও পরিলক্ষিত হয়। যেমন গ্রাম্য মাতবর, সরদার, মোড়ল ইত্যাদি। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাহী, আদি ও স্থায়ী। তবে বর্তমানে শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতিও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি শহরাঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে নতুন রূপধারণ করেছে। নগরের বৈচিত্র্য, জটিলতা, ব্যাপকতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নগর সংস্কৃতি নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেই সাথে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে দেশীয় নগর সংস্কৃতি যৌগ রূপ লাভ করেছে। তবে দেশীয় সভ্যতা ও স্বদেশী প্রভাব নগর সংস্কৃতিতে থাকলে তা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু বিদেশি সভ্যতার প্রভাবে অনুকরণপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এতে দেশীয় সংস্কৃতি দুর্বল এমনকি বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। খগেন্দ্রনাথ সেনের মতে, এশিয়া ও আফ্রিকার নাগরিক জীবনে এরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। নগরগুলো বিদেশি সংস্কৃতি ও ভাবধারার পরিবেশক হয়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞানী Gelles and Ann Levine তাদের 'Sociology' নামক গ্রন্থে নগর সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন, "All culture consists of six main elements, as- Beliefs (Shared explanation of experience). Values (Criteria of Moral Judgement), Norms and sanctions (Specific guidelines for behaviour), Symbols (Representation of beliefs and values), Education (a system of communication), Technology."

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি

Gelles and Ann Levine-এর মতে, এ ছয়টি উপাদানের ভিত্তিতেই নগর সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। নগর সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের যাবতীয় ভাবগত ও বস্তুগত বিষয়সমূহকে যেগুলো শহরের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সৃষ্টিশীলতার জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ নগর সংস্কৃতি হচ্ছে নগরস্থ মানুষের জীবনযাপন প্রণালি। Wikipedia-তে নগর সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Urban is the culture in cities, cities all over the world, past and present, have behaviours and cultural elements that separate them from otherwise comparable rural areas." সুতরাং নগর সংস্কৃতি নগরের মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন ধরনের ক্লাব, অট্টালিকা, লাইব্রেরি, চিড়িয়াখানা, পার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিনোদনের মাধ্যমসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত।

নগর সংস্কৃতির জন্ম প্রকৃত অর্থে গ্রামে, কিন্তু বিকশিত হয়েছে নগরে। এজন্য অনেকে শহর বা নগরকে সংস্কৃতি বিকাশের প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই। নাগরিক জীবনে জটিলতা ও মানসিকতার বৈচিত্র্যের কারণে নগর সংস্কৃতি বিভিন্ন রূপধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি

কারণ পৃথিবীর সব দেশ ও নগর এক রকম নয়। তাই দেশ, নগর ও সমাজভেদে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য নগর সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও পরিচিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য আবিষ্কার করা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ে। তারপরও বাংলাদেশের নগরবাসীর জীবনযাপন প্রণালি অর্থাৎ ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্পসাহিত্য, ধর্ম-কর্ম, পেশা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতির কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি

১. আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা ও চিন্তাচেতনা নাগরিক জীবনের মানসিকতা ও চিন্তাচেতনা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক হয়েথাকে। এখানে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন কিছুটা শিথিল প্রকৃতির। বাংলাদেশের নগরাঞ্চলের মানুষগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে মানুষ নিজেকে নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকে। এখানে মানুষের নীতিজ্ঞান অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকে। তাই নগরবাসীর চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণা অনেকটা যুক্তিবাদী। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে নগরবাসীর জীবনপ্রণালি গড়ে ওঠে।

২. বৈচিত্র্যময় পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা নগরবাসীর পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের নগরাঞ্চলে বয়সভেদে নারী-পুরুষ সবাই রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করে থাকে। শার্ট, প্যান্ট, কোট, টাই, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি ইত্যাদি হচ্ছে নগরবাসীর নিত্যদিনের পোশাক। এখানে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন আয়ের মানুষ বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকে। কারণ রুচিসম্মত পোশাক পরিধানের ওপর নগরবাসীর মর্যাদাও জড়িয়ে আছে। নগরবাসী সাধারণত সাজসজ্জা ও রূপচর্চা করে থাকে। এজন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিউটি পার্লার। তবে শহরে পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশি রূপচর্চা করে থাকে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি

৩. জাঁকজমকপূর্ণ আবাসস্থল: বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ইটের তৈরি পাকা ঘরবাড়ি বেশি পরিলক্ষিত হয়। আকাশচুম্বী অট্টালিকা প্রায়ই চোখে পড়ে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিনের তৈরি ঘরবাড়িও পরিলক্ষিত হয়। নাগরিক জীবনের আবাসস্থল অনেকটা জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ নগরের অধিবাসী পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা পেয়ে থাকে। কিছু বস্তির কথা বাদ দিলে শহরের অধিকাংশ বাড়িঘরই চাকচিক্যময় দালানকোঠা।

৪. পেশাজীবী মানুষের আবাসস্থল নাগরিক জীবনের অর্থনীতি মূলত শিল্পনির্ভর। এজন্য বাংলাদেশের নগরাঞ্চলে শিল্পকারখানা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পনির্ভর নগরের অর্থনীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া শহরাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরগুলো অবস্থিত। ফলে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের আবাসস্থল হচ্ছে বাংলাদেশের নগরাঞ্চল।

৫. বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস বাংলাদেশের নগরাঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এদেশের শহরাঞ্চলে চাকরিজীবী অথবা অন্যান্য পেশাজীবীর মানুষেরা সকালে হালকা নাস্তা করে থাকে। দুপুরে ও রাতে সাধারণত একটু ভারী আহার করে থাকে। এর ফাঁকে ফাঁকে নগরবাসী চা, কফি ইত্যাদি পান করে থাকে। নগর সংস্কৃতির খাদ্য তালিকায় রয়েছে মাছ, মাংস, সবজি, মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি

৬. ধর্মনিরপেক্ষতা: আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটায় বাংলাদেশের নগর অঞ্চলে যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটেছে। ফলে ধর্মীয় অনুভূতিতে ধর্মান্ধতার স্থলে জায়গা করে নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কখনো কখনো বিনোদন লাভের চেষ্টা করা হয়। তবে বিভিন্ন ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সহমর্মিতা বিদ্যমান থাকায় নগরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী একই সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

৭. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা: নগর সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির চর্চা। কারণ ভালো ভালো স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নগরাঞ্চলেই অবস্থিত। নগরাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে রয়েছে গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, শিক্ষা ও বিজ্ঞান সমিতি ইত্যাদি যা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথকে প্রশস্ত করে।

৮. শিল্প-সাহিত্যে পারদর্শিতা: শহরাঞ্চলের মানুষ শিল্প-সাহিত্যেও পারদর্শী হয়ে থাকে। তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ- সুবিধা থাকায় বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী, সংগীত শিল্পীগোষ্ঠী, সাহিত্য ক্লাব, নাট্যমঞ্চ, শিল্পকলা কেন্দ্র, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নগরের সংস্কৃতিমনা লোকেরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের মানুষেরা দেশীয় সংস্কৃতি অপেক্ষা বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে।

বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি

৯. রাজনৈতিক কার্যক্রম ও গণতন্ত্র চর্চা: রাজনৈতিক কার্যক্রম ও গণতন্ত্রের চর্চা নগর সংস্কৃতির বৃহৎ একটি অংশ দখল করে আছে। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি শহরেই রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যা গণতন্ত্র চর্চার পথকে বিকশিত করে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কখনো কখনো নগরে রাজনৈতিক সহিংসতাও দেখা যায়, যা গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে (যেমন- ধর্মঘট, পথসভা, বিক্ষোভ, অবরোধ, হরতাল ইত্যাদি)।

১০. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব: নগর সংস্কৃতির একটি স্বতন্ত্র ধারা রয়েছে, যা সুদূর অতীতে শুরু হয়ে বর্তমান পর্যন্ত এসেছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নগর সংস্কৃতির উপাদানগুলোর পরিবর্তন ঘটে। কখনোবা নতুন কিছু যুক্ত হয়, আবার কখনো কোনো উপাদান বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই। বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে কোনো কোনো উপাদান বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। যেমন পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে জীবনযাপন প্রণালিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

১১. ব্যাপক শিল্পায়ন নগর সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিল্পায়ন। L. Mumford-এর মতে, "Industrialization is key to the present urban and city civilization." বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই। বাংলাদেশে নগরায়ণের সাথে সাথে নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপিত হচ্ছে। শহরের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় লোকজন শহরমুখী হচ্ছে। এতে নগর সংস্কৃতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের উপসংস্কৃতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সংস্কৃতির মাঝখানে আরও একটি সংস্কৃতি রয়েছে। সেটি হচ্ছে উপসংস্কৃতি। উপসংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তারকারী সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতর। উপসংস্কৃতি হচ্ছে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্রতর সংস্কৃতি। এটি মূল সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। D. Jerry and J. Jerry তাদের 'Collins Dictionary of Sociology নামক গ্রন্থে উপসংস্কৃতির ব্যাখ্যায় বলেন, "Sub-culture any system of beliefs, values and norms which is shared and activity participated in by an appreciable minority of people within a particular culture."

অর্থাৎ, উপসংস্কৃতি হচ্ছে যেকোনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আদর্শের ব্যবস্থা, যেগুলোতে কোনো বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যস্থিত সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা হয়।

D. Mitchel উপসংস্কৃতির প্রসঙ্গে বলেন, "A sub-culture is generally taken to mean a section of a national culture." অর্থাৎ, উপসংস্কৃতি বলতে সাধারণত জাতীয় সংস্কৃতির একটি অংশকে বোঝায়। উপসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উপসংস্কৃতিভুক্ত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে সচরাচর একই ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আদর্শ মেনে চলে যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হতে পৃথক।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের উপসংস্কৃতি

D. Mitchel উপসংস্কৃতির প্রসঙ্গে বলেন, "A sub-culture is generally taken to mean a section of a national culture." অর্থাৎ, উপসংস্কৃতি বলতে সাধারণত জাতীয় সংস্কৃতির একটি অংশকে বোঝায়। উপসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উপসংস্কৃতিভুক্ত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে সচরাচর একই ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আদর্শ মেনে চলে যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হতে পৃথক।

হিমু/হিঙ্গি গোষ্ঠীর বিশেষ সংস্কৃতি: বাংলাদেশে এমন অনেক দল বা বিশেষ জনগোষ্ঠী দেখা যায় যারা মূল জনগোষ্ঠীর অংশ হলেও নিজেরা জীবনধারণের বা জীবনাচারের জন্য বিশ্বে কার্যক্রম করে থাকে। যার মধ্যে আছে হিমু সংস্কৃতি যারা হলুদ কাপড় পরিধান করে জীবন সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন ও অন্যের উপকারে আগ-পিছু না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসের এরকম গোষ্ঠী দেখা যায়। এছাড়া হিপ্পি জনগোষ্ঠী যারা চুল বড় রাখে। তাছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিশেষ অংশগুলোকেও উপ-সংস্কৃতির আওতাভুক্ত করা যায়।

বেদে সংস্কৃতি: বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য আরেকটি উপসংস্কৃতি হচ্ছে বেদে সংস্কৃতি। বেদে সম্প্রদায় মূলত যাযাবর প্রকৃতির হয়ে থাকে। এদের জীবনযাপন প্রণালি, পেশা বা বৃত্তি, পরিবার প্রথা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিয়ে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদি মূল সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এরা সাপের খেলা, বাদর খেলা, ঝাড়ফুঁক, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের স্থায়ী আবাসস্থল নেই। এরা নৌকা ও তাঁবুতে বাস করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়।

বাংলাদেশে সংস্কৃতির ধরন

বাংলাদেশের উপসংস্কৃতি

তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া সংস্কৃতি: বাংলাদেশে উপসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে হিজড়া সংস্কৃতি। মানুষের মধ্য কিছু লোক থাকে যারা ছেলেও না, মেয়েও না। এদেরকে হিজড়া বলা হয়ে থাকে। হিজড়ারা মূল সংস্কৃতি থেকে পৃথক হয়ে একটি ভিন্ন সংস্কৃতিতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, ভাষা, চলাফেরা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। হিজড়া সম্প্রদায় বিকৃত যৌনাচার, সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে থাকে। এরা দলবদ্ধভাবে বা এককভাবে হাট-বাজার, দোকান-পাট থেকে চাঁদা তুলে জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে এখন হিজড়াদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২– বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

টপিক ০৩: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

সাংস্কৃতিক ব্যবধানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Cultural Lag'। 'Culture' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংস্কৃতি। আর Lag শব্দের অর্থ হচ্ছে দীর্ঘসূত্রতা বা পিছিয়ে পড়া, পশ্চাৎপদতা, আস্তে চলা, বিলম্বে ঘটা। তদ্রূপ 'Cultural Lag' শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- Cultural Lag শব্দটির মাধ্যমে কখনো সাংস্কৃতিক শূন্যতা, কখনো সাংস্কৃতিক অসম অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আবার কখনো সাংস্কৃতিক অসংগতি বা সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাকে বোঝায়। তবে এগুলোর অর্থ প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ব্যবধান বলতে সাংস্কৃতিক অসম অগ্রগতি বা সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাকে বোঝায়।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি বিশ্বের সবকিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজের ধর্মই হচ্ছে পরিবর্তনশীলতা। তবে সব সমাজে ও সব সময়ে এ পরিবর্তনের মাত্রা এক নয়। এ পরিবর্তন কোথাও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়, আবার কোথাও মন্থরগতিতে সম্পন্ন হয়। ফলে সমাজের কোনো একটি অংশ খুব দ্রুত আলোর দিকে অগ্রসর হয়। আবার কোনো অংশ অন্ধকারে পড়ে থাকে। সমাজ ও সংস্কৃতির এ অসম পরিবর্তনই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যবধান।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ডব্লিউ. এফ. অগবার্ন ১৯২২ সালে তার 'Social Change' নামক গ্রন্থে 'সাংস্কৃতিক ব্যবধান' তত্ত্বে সাংস্কৃতিক ব্যবধান নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন। অগবার্নের সাংস্কৃতিক ব্যবধান তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে, "বস্তুগত সংস্কৃতি যে গতি ও হারে বৃদ্ধি পায় বা এগিয়ে চলে অবস্তুগত সংস্কৃতি সেই তুলনায় অনেক ধীরে ধীরে এগুতে থাকে। ফলে উভয় ধরনের সংস্কৃতির মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি হয়। মূলত এটিই হচ্ছে সাংস্কৃতিক ব্যবধান।"

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

অগবার্ন সাংস্কৃতিক ব্যবধানকে বোঝাতে গিয়ে বাংলাদেশের মতো বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয়কেই টেনে এনেছেন। অগবার্নের মতে, "আধুনিক সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ একই গতিতে পরিবর্তিত হয় না। মানব সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানসমূহ যত সহজে দ্রুত পরিবর্তিত হয়, অবস্তুগত উপাদানসমূহ তত সহজে পরিবর্তিত হয় না।" তিনি সাংস্কৃতিক ব্যবধানের ব্যাখ্যায় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দুটি চলকের কথা বলেছেন। একটি স্বাধীন চলক অন্যটি নির্ভরশীল চলক। সংস্কৃতির স্বাধীন চলকটি (বস্তুগত যেমন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ইত্যাদি) পরিবর্তিত হয়ে নির্ভরশীল চলকটিকে (অবস্তুগত যেমন- চিন্তাধারণা, প্রত্যয় ইত্যাদি) পিছনে ফেলে দেয়। ১৯৫৩ সালে অগবার্ন ও নিমকফ তাদের 'A Hand Book of Sociology' নামক গ্রন্থে সংস্কৃতির অসম অগ্রগতি বা সাংস্কৃতিক ব্যবধানের সংজ্ঞা দেন এভাবে- "সংস্কৃতির মধ্যে অসম গতিতে চলমান দুটি অংশের মধ্যে বিদ্যমান প্রবল আকর্ষণ বা চাপ হলো সাংস্কৃতিক ব্যবধান।" সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে অগবার্নের পূর্বেও কতিপয় সমাজবিজ্ঞানী ধারণা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-সামনার, মুলার-লায়ার, ভিয়েরকাণ্ড, ওয়ালেস এবং স্পেন্সার। স্পেন্সার একে 'The dead hand' বলে আখ্যা দেন।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

এ প্রসঙ্গে ক্রম ও সেজনিক বলেন, "Ogburn emphasized the changes in material conditions (especially in the physical environment) and in things (including houses, factories, raw materials and other objects) often out distance the ways of using these things and of adapting to these conditions," অর্থাৎ, অগবার্ন বলেন যে, নানা ধরনের যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে দ্রুতগতিতে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এ দ্রুত পরিবর্তনটি ঘটছে বস্তুগত সংস্কৃতির যেমন-ঘরবাড়ি, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র প্রভৃতির মধ্যে। অন্যদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি যেমন- ধর্ম, সরকার, পরিবার, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তনটি বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনায় অত্যন্ত মন্থর। ফলে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। নিচে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি তুলে ধরা হলো-

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

উৎপাদন ব্যবস্থা

বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পখাত উভয়েরই অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দেশ। কৃষিকে কেন্দ্র করেই উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রগতিশীল হয়। কৃষি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যখন কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ে তখন উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে। ইতোমধ্যে কৃষিতে অনেক উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন- পাওয়ার টিলার, সেচযন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র, মাড়াই মেশিন ইত্যাদি। কিন্তু প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে দেশের সাধারণ কৃষক এসব উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে পড়ছে। ফলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

শিক্ষা

যে জাতি শিক্ষাদীক্ষায় যত বেশি অগ্রসর সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত বিশ্ব উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করার মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতিকে অনেক সহজ করেছে। আমাদের দেশে উন্নত উপকরণ থাকলেও তা ব্যবহার করার উপযোগী জ্ঞান বা উপযুক্ত মানুষ নেই। এছাড়া মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা ও সাধারণ ধারার শিক্ষার মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের ভিন্নতা সাংস্কৃতিক ব্যবধান তৈরির পাশাপাশি আরও নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ

আমাদের বাংলাদেশে সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহের অসম পরিবর্তনের ফলে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির কারণে মানুষের ফ্যাশন, জীবনপ্রণালি ইত্যাদির পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে মাদকাসক্তি, পারস্পরিক সংঘাত, দ্বন্দ্ব-কলহ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি দেখা দিচ্ছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিভিন্ন বস্তুগত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ী মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়নি। আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদের বাংলাদেশেও সরবরাহ করা হয়েছে ইন্টারনেট সুবিধা। কিন্তু এ ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট চ্যানেলসমূহের সহজলভ্যতার দরুন আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা বিপথগামী হচ্ছে। ফলে এ ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট চ্যানেলসমূহ প্রায়ই নেতিবাচক ফল বয়ে আনছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

ভাষা (ভাব বিনিময়ের মাধ্যম)

মনের ভাব বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। উন্নত দেশে ভাষা নিয়ে চর্চা করার প্রচলন থাকলেও বাংলাদেশে এর সুযোগ কম। এ কারণে ভাষার ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক ব্যবধান লক্ষ করা যায়।

গ্রামীণ ও শহুরে সংস্কৃতির পার্থক্য

গ্রামীণ ও শহরে সংস্কৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রামীণ সনাতন জীবনাচারে অভ্যস্ত মানুষ সহজে শহরে এসে মিশতে পারে না। গ্রামীণ মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তা ও সংস্কারের সাথে শহুরে মানুষের ধ্যানধারণার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এসব কারণেও সাংস্কৃতিক ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

রাজনৈতিক পরিবর্তন

সভ্যতার প্রভূত উন্নয়নের ফলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজস্ব গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হচ্ছে সরকার। তারপরও দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকার দরুন আমাদের মনমানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি। এজন্যই আমরা পরোক্ষভাবে হলেও বিদেশি শক্তিশালী কোনো দেশের গোলামি করতে পিছপা হই না।

চিকিৎসাব্যবস্থা

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার ছোঁয়া আমাদের দেশের চিকিৎসাক্ষেত্রেও লেগেছে। প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসাব্যবস্থার সাথে মানুষ ক্রমশ খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। কিন্তু এর পাশাপাশি চিকিৎসাক্ষেত্রে নানা ধরনের কুসংস্কারও লক্ষ করা যায়। ঝাড়-ফুঁক, ওঝা, কবিরাজি, তাবিজ-কবচে বিশ্বাসী মানুষেরও অভাব নেই। তারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে নানা প্রাচীনপন্থি পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এসব বিষয়ে সচেতনতাও আসছে অত্যন্ত ধীরগতিতে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

আচরণগত পরিবর্তন

বস্তুগত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের মানুষও আধুনিক সভ্যতার সুফল ভোগ করছে। এতে বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের ভোগবিলাস। ভোগবিলাস বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ও স্বার্থপরতা। কিন্তু তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের উন্নয়ন, মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মানসিকতা, শান্তিতে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

নগরায়ণ

প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের দেশে নগরায়ণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে হারে নগর মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সভ্যতার বস্তুগত উন্নয়নের সাথে সাথে মনোজগৎ তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ফলে সভ্যতা আমাদের যা দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি নিচ্ছে। এর ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অপরাধ, পারিবারিক অসংহতি, শ্রমিক সমস্যা ইত্যাদি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২– বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

টপিক – ০৪ সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

টপিক ০৪: সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনপ্রণালি। যার সাথে সমাজের প্রথা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি জড়িত। অর্থাৎ মূল্যবোধ, আদর্শ, রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্জিত কলাকৌশলের সমন্বয়ই হচ্ছে সংস্কৃতি। এগুলো মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে। আমাদের বাংলাদেশের সমাজজীবনে সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয়, সমষ্টিগত বা সামাজিক জীবনকে সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে রবার্ট এম ম্যাকাইভার বলেন, 'Our culture is what we are.' অর্থাৎ আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি। তবে সংস্কৃতির সবচেয়ে বহুল প্রচলিত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলর। তিনি তার 'Primitive Culture' গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, আইনকানুন, অনুশীলন ও অভ্যাস অর্জন করে তার জটিল সমগ্রই হলো সংস্কৃতি।" আমাদের সমাজজীবনে সংস্কৃতির বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে। যেমন-

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

১. অর্থনৈতিক জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব: সংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদান হচ্ছে উৎপাদন কৌশল। সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ তার প্রয়োজনে উদ্ভাবন করেছে বিভিন্ন উৎপাদন কৌশল। নতুন নতুন উৎপাদন কৌশলের প্রভাবে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন নিয়মের, নতুন নতুন সংস্কৃতির ধারা।
আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। এখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতি মূলত কৃষিনির্ভর। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি সংস্কৃতিও অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে লাঙলের স্থলে আধুনিক ট্রাক্টরের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এছাড়া কৃষিতে অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে শিল্পনির্ভর অর্থনীতিও বিকাশ লাভ করেছে। যার প্রভাব পড়ছে আমাদের জাতীয় জীবনে। এভাবে বস্তুগত সংস্কৃতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করে অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করছে।

২. শিক্ষাক্ষেত্রে: আমরা জানি, বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা ব্রিটিশদের সংস্কৃতি এবং আরবদের মুসলমান সংস্কৃতির ফল। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

৩. পেশার ক্ষেত্রে প্রভাব: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নতুন নতুন পেশায় যুক্ত হচ্ছে। সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষের জীবনে পেশায় বৈচিত্র্য এনে পেশাকে প্রভাবিত করছে।

৪. ঘরবাড়ি নির্মাণে বাংলাদেশের যে অঞ্চলে যে উপকরণের প্রাচুর্যতা বেশি সে অঞ্চলে সেই উপকরণ দিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণের প্রবণতা লক্ষ করা যেত। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশের নির্মাণকৌশল বাংলাদেশের ঘরবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

৫. পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাবে আমাদের দেশের নারী-পুরুষের মাঝে পোশাকের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানে বাংলাদেশের শহরগুলোতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

৬. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে শুধু শহরাঞ্চল নয়, বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেও যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদি আমাদের জীবনকে গতিশীল করে তুলেছে।

৭.চিকিৎসাক্ষেত্রে বাংলাদেশে গ্রামের মানুষ সাধারণত কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আর শহরের শিক্ষিত মানুষ আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে বিশ্বাসী। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ ক্রমশ সচেতন হচ্ছে এবং আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

৮. সামাজিক দায়িত্ব পালন ও সংহতি রক্ষায়: সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হলে ব্যক্তিকে সংস্কৃতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। সংস্কৃতি সামাজিক সংহতি সংরক্ষণে সহায়তা করে। সামাজিক ঐক্য সুদৃঢ়করণে সংস্কৃতি সংহতির শক্তিরূপে কাজ করে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে শক্তি যুগিয়েছিল বাঙালি সংস্কৃতি।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

৯. সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে: সংস্কৃতি মানুষের মনে মূল্যবোধ সঞ্চার করে তার সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজজীবনকে সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সাংস্কৃতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০. অবসর বিনোদনে: অবসর বিনোদনে বাংলাদেশের সমাজে সৃষ্টি হয়েছে কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার বাংলাদেশের মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজের মানুষের মধ্যে দলবদ্ধ হওয়ার চেতনা সৃষ্টি, দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ, ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি এবং রক্ষা, লোকাচার, লোকরীতি ইত্যাদির অনুসরণ ও চর্চা, সামাজিক অনুভূতি সৃষ্টি, সহমর্মিতা বৃদ্ধি, অসংগত ও অসামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যাশিত আচরণ কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২– বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

টপিক – ০৫ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

টপিক ০৫: অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> সমাজ

সমাজ হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে একাধিক চরিত্র একত্রে কিছু নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একসাথে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে। সমাজের প্রথম ও প্রধান উপাদান হলো মানুষ। সমাজ বেশকিছু নিয়মকানুনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার নামই সমাজ। বেশকিছু মানুষ যখন অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে একত্রে বসবাস করে তখনই তা সমাজে রূপ নেয়।

>সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বলতে মানুষের জীবনযাপন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ভাষা, পদ্ধতি, যোগাযোগ এবং আচার-আচরণের সমষ্টিকে বোঝায়। সামাজিকভাবে বসবাস করার মাধ্যমে আমরা সংস্কৃতিকে ধারণ করি। সংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। সংস্কৃতি আমাদের জীবন প্রণালি। আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> বস্তুগত সংস্কৃতি

বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে বাস্তব বস্তু দ্রব্যনির্ভর সংস্কৃতিকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সংস্কৃতি মানুষের নির্মিত বস্তু দ্রব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে বস্তুগত বা পার্থিব বা Material সংস্কৃতি বলে। বাড়িঘর, পোশাকপরিচ্ছদ, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। তবে বস্তুগত সংস্কৃতি যেহেতু বস্তুনির্ভর সেহেতু তা মনমানসের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। বস্তুগত সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়টি জড়িত। কারণ মানুষ প্রয়োজন পূরণের জন্য যেসব বস্তু, বিষয় ইত্যাদি উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করেছে, সেটাই বস্তুগত সংস্কৃতি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। বস্তুগত সংস্কৃতি যেহেতু বস্তুনির্ভর সেহেতু তা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়টি জড়িত।

>অবস্তুগত সংস্কৃতি

অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, চলন-বলন, কথন, রীতিনীতি তথা মূল্যবোধ, আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদিকে বোঝায়। উৎপাদন কৌশল যেমন বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক, তেমনি মানবসৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়গুলো অবস্তুগত সংস্কৃতির একেকটি বিশেষ দিক।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> মেলা

মেলার আক্ষরিক অর্থ হলো মিলন। মেলা বলতে যখন একটি সামাজিক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক বা অন্য যেকোনো কারণে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অনেক মানুষ একত্রিত হওয়াকে বোঝায়। মেলার সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি বা সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মেলা হয় একটি নির্দিষ্ট স্থানে। সেখানে হরেক রকমের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে অনেক মানুষ। পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মেলা। এটি জাতীয় পর্যায়ের মেলা। এ মেলা বাংলার ঐতিহ্যকে ধারণ করে। এছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন- বৃক্ষ মেলা, পিঠা মেলা, বই মেলা, বাণিজ্য মেলা, পৌষ মেলা ইত্যাদি।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> হালখাতা

হালখাতা বলতে বাংলা ক্যালেন্ডারের বছরের প্রথম দিনে দোকানপাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। পহেলা বৈশাখে আয়োজিত ব্যবসায়ীদের দেনা-পাওনার হিসাব সমন্বয় করে নতুন হিসাবের খাতা খোলার আনুষ্ঠানিকতাই হলো হালখাতা। হালখাতা বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য। এদিন ব্যবসায়ীরা সবাইকে মিষ্টি মুখ করায়। হালখাতা উপলক্ষ্যে দোকানিরা সুন্দর করে দোকান সাজায়। হালখাতা আবহমান বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতি। সময়ের বিবর্তনে ঐতিহ্যবাহী এ উৎসব পালনের আড়ম্বয়তায় অনেকটাই ভাটা পড়েছে বটে। শহরে সংস্কৃতিতে হালখাতা তেমন চোখে পড়ে না। তবে কোথাও কোথাও এখানো বাঙালির চিরচেনা এ ঐতিহ্য টিকে আছে। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এখনো আনন্দের সাথে হালখাতা রীতি অনুযায়ী পালন করা হয়। কিছু ঐতিহ্যের শিকড় এত গভীর যে আধুনিকতার ঝড়ো হওয়ায়ও ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো। হালখাতাও তেমনি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

>গ্রামীণ সংস্কৃতি

বাংলাদেশে মূলত তিন ধরনের সংস্কৃতি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতি অন্যতম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বোঝায়। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি সবকিছু গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। তাই সমাজবিজ্ঞানী বোগার্ডাস যথার্থই বলেছেন, "সমাজের শৈশবকালই হচ্ছে গ্রামীণ গোষ্ঠী।"

>কৃষি কাঠামো

কৃষি কাঠামো বলতে কৃষি উৎপাদনকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসকে বোঝায়। মূলত কৃষি কাঠামো গড়ে ওঠে একটি সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিখাতের অবস্থান, কৃষকের উৎপাদনের উদ্দেশ্য, কৃষি উৎপাদনের প্রকৃতি, উৎপাদন উপকরণের সমন্বয়, মালিকানার ধরন, মালিকের সাথে সামাজিক শ্রেণি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে সামগ্রিক দিক বিন্যাসের মাধ্যমে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতের কৃষি কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

> নগর সংস্কৃতি

নগর সংস্কৃতি বলতে সাধারণত নগরের প্রচলিত সংস্কৃতিকে বোঝায়। অর্থাৎ নগর সংস্কৃতি নগরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নগর সংস্কৃতির জন্ম প্রকৃত অর্থে গ্রামে, কিন্তু বিকশিত হয়েছে নগরে। এজন্য অনেকে শহর বা নগরকে সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করেন। Gelles and Ann Levine-এর মতে, ছয়টি উপাদানের ভিত্তিতে নগর সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যথা- বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আইনকানুন ও শাস্তি, প্রতীক/ভাষা, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি। নগর সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের যাবতীয় ভাবগত ও বস্তুগত বিষয়সমূহকে যেগুলো শহরের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও সৃষ্টিশীলতার জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ নগর সংস্কৃতি হচ্ছে নগরস্থ মানুষের জীবনযাপন প্রণালি। নগর সংস্কৃতি নগরের মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন ধরনের ক্লাব, অট্টালিকা, লাইব্রেরি, চিড়িয়াখানা, পার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিনোদনের মাধ্যমসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

>উপসংস্কৃতি

উপসংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তারকারী সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতর, উপসংস্কৃতি হচ্ছে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্রতর সংস্কৃতি। এটি মূল সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। ডি. জেরি এবং জে. জেরি বলেন, "উপসংস্কৃতি হচ্ছে যেকোনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আদর্শের ব্যবস্থা, যেগুলোতে কোনো বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যস্থিত সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা হয়।" অন্যদিকে, ড. মিশেল-এর মতে, "উপসংস্কৃতি বলতে সাধারণত জাতীয় সংস্কৃতির একটি অংশকে বোঝায়।" উপসংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উপসংস্কৃতিভুক্ত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে সচরাচর একই ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আদর্শ মেনে চলে যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হতে পৃথক। বাংলাদেশের উপসংস্কৃতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে উপজাতীয় সংস্কৃতি।

>সাংস্কৃতিক ব্যবধান

মূলত সাংস্কৃতিক ব্যবধান হলো একটি তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মূল কথা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বস্তুগত সংস্কৃতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলে। যার সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতি খাপ খাওয়াতে বাধাগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় একটি শূন্যতা দেখা দেয়, ফলে সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা বা অনগ্রসরতা লক্ষ করা যায়। সাধারণত সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের সাথে অবস্তুগত উপাদানের ব্যবধান তৈরি হলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান প্রতীয়মান হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২– বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১- প্রতিষ্ঠিত প্রকৌশলী ইসতিয়াক আহমেদ গ্রামের ছেলে হলেও ঢাকায় বসবাস করছেন। নিজ গ্রামের ছাত্রদের মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উন্নততর শিক্ষাদানের জন্য তিনি নিজের নকশায় নিজ খরচে একটি স্কুল নির্মাণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেন। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ এসব সরঞ্জামাদি ব্যবহারে প্রশিক্ষিত না হওয়ার কারণে শিক্ষার মান নিম্নমুখীই রয়ে গেল।

ক. সংস্কৃতি কত প্রকার?

খ. "বাংলাদেশে একটি মিশ্র সংস্কৃতি বিদ্যমান।"- ব্যাখ্যা কর।

গ. ইসতিয়াক সাহেবের স্কুলের নকশা কোন সংস্কৃতির নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্কুলটির নিম্নমুখী শিক্ষা সংস্কৃতির কোন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর।[ব. বো '১৮; চ. বো '১৮: রা. বো '১৮; কু. বো '১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ২- তাসফিয়া শীতকালীন ছুটিতে নানাবাড়ি বেড়াতে যায়। সকালে নানুর হাতে বানানো পিঠা খেয়ে সে নানার সাথে ঘুরতে বের হয়। তার নানা এলাকায় বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। লোকজন বেশ আন্তরিকভাবে তার সাথে কথা বলে। কিন্তু এখানকার মানুষজন মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও এসবের ইতিবাচক ব্যবহার তারা এখনও শিখেনি। এখনও মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার বিদ্যমান, যা দেখে তাসফিয়া অবাক হয়।

ক. 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ' গ্রন্থটি কার লেখা?

খ. 'মানবসৃষ্ট সবকিছুই সংস্কৃতি'- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক অবস্থা সাংস্কৃতিক ব্যবধানের ফল।– বিশ্লেষণ কর। (ঢা. বো. '১৮: য. বো. '১৮, দি. বো. '১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ৩- রবিন ছোটবেলা থেকেই শহরে বসবাস করছে। বাবার সাথে দাদার বাড়ি গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সে দেখল, গ্রামের মানুষেরা সহজ-সরল, মিতব্যয়ী, আন্তরিক, বিনোদনপ্রিয়, শান্তিপ্রিয় ও ধার্মিক। অথচ শহরের মানুষের মধ্যে এর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

ক. সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Culture' শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

খ. সাংস্কৃতিক ব্যবধান বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নগর সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '১৭; য. বো. '১৭; কু. বো. '১৭ সি. বো. '১৭]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২– বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. সমাজ মূলত কোন ধরনের সংগঠন?
ক. প্রাকৃতিক খ. সামাজিক
গ. অর্থনৈতিক ঘ. রাজনৈতিক
২. সমাজ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?
ক. Society খ. Sociology
গ. Synthetic ঘ. Social
৩. 'Socius' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. গ্রিক খ. ল্যাটিন
গ. তামিল ঘ. চীনা
৪. সাধারণত সমাজ বলা হয়-
ক. এক শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে খ. এক শ্রেণির বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে
গ. সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে ঘ. উচ্চ ও নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠীকে
৫. R.T. Schaefer কোন গ্রন্থটি রচনা করেন?
ক. Fundamental Sociology খ. Sociology
গ. Society ঘ. The Dynamics of Bangladesh Society

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. MacIver and Page কোন গ্রন্থটি রচনা করেন?
ক. Sociology
খ. Society
গ. The Dynamices of Bangladesh Society
ঘ. Fundamental Sociologj
৭.'যেসব সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা জীবনধারণ করি তাদের সংগঠিত রূপই হলো সমাজ।"-উক্তিটি কার?
ক. MacIver and Page খ. P.Gisbert
গ. R.T. Schaefer ঘ. D. Popenoe
৮. সমাজ কোনটির দ্বারা গঠিত হয়?
ক. ব্যক্তির দ্বারা খ. গোষ্ঠীর দ্বারা
গ. রাষ্ট্রের দ্বারা ঘ. ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বারা
৯. কোন শব্দটি থেকে Culture শব্দটির উদ্ভব হয়?
ক. Colour খ. Colur
গ. Colere ঘ. Coleur

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০. 'Colere' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. ফারসি　　খ. গ্রিক

গ. তামিল　　ঘ. ল্যাটিন

১১. 'Culture' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে? [সকল বোর্ড '১৭)

ক. জোনস　　খ. ই.বি.টেইলর

গ. ম্যাকাইভার　　ঘ. ফ্রান্সিস বেকন

১২. সংকীর্ণ অর্থে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

ক. মানুষের জীবনপ্রণালি　　খ. কাব্য

গ. ধ্যানধারণা　　ঘ. শিল্পকলা

১৩. মানুষের চিন্তাভাবনা, কল্পনা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও বিশ্বাস ইত্যাদিকে বোঝানোর জন্য কোন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়?

ক. প্রগতি　　খ. সংস্কৃতি

গ. উন্নয়ন　　ঘ. বিবর্তন

১৪. সংস্কৃতি কী?

ক. জীবনধারণের পদ্ধতি　　খ. অভিযোজন প্রক্রিয়া

গ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ　　ঘ. ধর্মীয় অগ্রসরতা

THANK YOU